হাদীস সংকলন

এডুকেয়ার পাবলিকেশন্স

https://archive.org/details/@salim_molla

হাদীস সংকলন

সংকলনে

মুহাম্মদ সফিকুল্লাহ

এম.এম.লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায়

মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক

এম. এম. এম. এ

এডুকেয়ার পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এডুকেয়ার পাবলিকেশন
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৮৯৫১৫৮৩
মোবাইল ঃ ০১৭৫০-১১২৩৮০, ০১৭৬১-৮১১২৩৫
Website : www.iesbd.com
E-mail : ies@iesbd.com

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯১ ঈসায়ী

১৬তম মুদ্রণ ঃ
জানুয়ারী ঃ ২০১৬ ঈসায়ী
পৌষ ঃ ১৪২২ বাংলা
রবি. আউ ঃ ১৪৩৭ হিজরী

মূল্য ঃ ৪৫.০০ টাকা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ- (متفق عليه)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। (১) এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। (২) নামায কায়েম করা। (৩) যাকাত দেয়া। (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযান মাসে রোযা রাখা। (বুখারী-মুসলিম)

এ হাদীসে ঈমান ও আমল উভয়ের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। আল্লাহকে রব ও রাসূল (সাঃ) কে নেতা হিসেবে গ্রহণ করার সাথে সাথেই নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চললেই কেবল একজন লোক সত্যিকার মুসলিম হতে পারে।

রাসূলের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অংশ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ - (متفق عليه)

www.pathagar.com

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউই প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য সব মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় বলে বিবেচিত হবো। (বুখারী-মুসলিম)

প্রত্যেক মানুষই নিজের মাতা-পিতা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসে। অনেক সময় এই ভালবাসার কারণেই মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। অথচ কেউই তাকে জীবনের সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর রাসূলই মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন। মানুষের জন্য এটা সব চাইতে বড় উপকার। তাই আল্লাহর রাসূলই সব চেয়ে বেশী ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য।

নিয়ত ও কাজের গুরুত্ব

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ لاَيَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ . (مسلم)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও ধন সম্পদের দিকে তাকান না বরং মন-মানসিকতা ও কাজ-কর্মের দিকে তাকান। (মুসলিম)

এ হাদীসে মানুষের নিয়ত ও কাজের গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। বাহ্যিক দিকের তেমন গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই। কাজেই ইখলাস ও নিয়তের বিশুদ্ধতায় আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

ব্যবহারিক জীবনে ঈমানের গুরুত্ব

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : فَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ

أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَعَهْدَ لَهُ - (البيهقى)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে বলতেন ঃ যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই, আর যে ওয়াদা পালন করে না তার মধ্যে দ্বীন নেই। (বায়হাকী)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, আমানতের খেয়ানত করা ঈমান বিরোধী কাজ। ওয়াদা ভঙ্গকারী দ্বীনের অনুসারী নয়। জীবনে শান্তি পেতে হলে এ দুটি বিষয়কে জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমানতদারী ও ওয়াদা পালন মানুষের বড় গুণ। এর অভাবে মানুষের কোন মূল্যই থাকে না।

পূর্ণাঙ্গ ঈমানের বৈশিষ্ট্য

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ- (أبو داؤد)

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসলো, আল্লাহর জন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে দান করলো এবং আল্লাহর জন্যই বিরত থাকলো সে ব্যক্তি তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করলো। (আবু দাউদ)

যিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেন তিনিই প্রকৃত মুমিন।

আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করা প্রকৃত ঈমানদারের কর্তব্য।

www.pathagar.com

ঈমানের স্বাদ কিভাবে লাভ করা যায়

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ رَّضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً - (متفق عليه)

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (বুখারী-মুসলিম)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর প্রভুত্ব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্ব ও ইসলামকে জীবন-বিধান হিসেবে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।

অনুশীলনী

১। ঈমানের ভিত্তি কয়টি ও কি কি?

২। "রাসূলের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অংশ" এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত হাদীসটি মুখস্থ বল।

৩। বুঝিয়ে বল ঃ

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ .

৪। পূর্ণাঙ্গ ঈমানের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।

৫। ঈমানের স্বাদ পেতে হলে কি কি কাজ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত হাদীসটি মুখস্থ বল।

www.pathagar.com

সর্বোত্তম মানদন্ড

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ - (مسلم)

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে উত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সব চেয়ে উত্তম পথ হলো মুহাম্মদের দেখানো পথ। (মুসলিম)

উত্তম ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে হলে যা দরকার তা শুধু আল্লাহর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হাদীস থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

ইল্‌ম বা জ্ঞান অন্বেষণের গুরুত্ব

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ -(ترمذى)

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে বের হলো, ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আল্লাহর পথে আছে বলে গণ্য হবে। (তিরমিযী)

ইলম বলতে এমন ইলমের কথা বলা হয়েছে, যা দ্বীন ও দুনিয়ার সকল ব্যাপারে দিক নির্দেশ করতে সক্ষম। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হওয়ার পর তার প্রতিটি মুহুর্তই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

www.pathagar.com

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ - (متفق عليه)

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। (বুখারী-মুসলিম)

দ্বীন ইসলাম বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ ছাড়া মানুষ পার্থিব জীবনে তার সঠিক করণীয় স্থির করতে পারে না। আর সঠিক করণীয় ঠিক করতে না পারলে সে পথ ভ্রষ্ট হতে বাধ্য।

সুতরাং দ্বীনের জ্ঞান লাভ সঠিক পথ পাওয়ার উপায়। তাই আল্লাহ যার কল্যাণ সাধনের ইচ্ছে করেন, তাকে দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞান দান করেন।

অনুশীলনী

১। সর্বোত্তম মানদন্ড কি? বুঝিয়ে বল।

২। কোন ধরনের জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেছেন?

৩। مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ হাদীসটি বুঝিয়ে বল।

www.pathagar.com

রিয়া বা লোক দেখিয়ে কোন কাজ করা একপ্রকার শিরক

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ صَلَّى يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ - (مسند أحمد)

শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লোক দেখিয়ে নামায পড়লো সে শিরক করলো। আর যে ব্যক্তি লোক দিখেয়ে রোযা রাখলো সেও শিরক করলো। (মুসনাদে আহমদ)

লোক দেখানো কোন কাজই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয় না। ফলে তা শিরকের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। আর শিরক সব চাইতে বড় গুনাহ। সুতরাং প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টিই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

নামায গুনাহকে মুছে ফেলে

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ ؟ قَالُوْا لَايَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.(متفق عليه)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি একটা নদী থাকে আর সে ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? সাহাবারা (রাঃ) বললেন ঃ না, তার শরীরে কোন ময়লাই থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত, পাঁচ ওয়াক্ত নামায দ্বারাও আল্লাহ গুনাহ মুছে ফেলেন। (বুখারী-মুসলিম)

নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায কিভাবে মানুষকে গুনাহ থেকে মুক্ত রাখতে পারে এ হাদীসে একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তুলে ধরেছেন।

এ হাদীস থেকে নামাযের গুরুত্বও বুঝতে পারা যায়।

জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً -

(متفق عليه)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে জামায়াতে আদায় করার মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশী। (বুখারী-মুসলিম)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় জামায়াতে নামায পড়ার গুরুত্ব ও ফযিলত অনেক বেশী।

জামায়াতে নামায পড়ার মাধ্যমে এক মুসলমান সহজেই অন্য মুসলমানের খোঁজ খবর জানতে পারে। সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। সামাজিক বন্ধন মজবুত হয়। একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার এবং নেতার আনুগত্য করার শিক্ষা পায়।

www.pathagar.com

নামায পড়ার বয়স

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ –

(أبو داؤد)

আমর ইবনে শুয়াইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের ছেলে মেয়েদের বয়স সাত বছর হলে তাদের নামায পড়ার নির্দেশ দাও। দশ বছর হলে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ)

ইসলাম মানব জীবনের জন্য একমাত্র সঠিক জীবন বিধান। আর এর পাঁচটি বুনিয়াদের একটি হলো নামায। নামায মানুষের জীবনে আল্লাহর ইবাদতের আকাঙ্খা জাগ্রত করে, জীবনকে সুশৃঙ্খল বানায়, নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিকতা বোধ সৃষ্টি করে। তাই শিশু বয়স থেকেই নামাযের অভ্যাস সৃষ্টির জন্য এ হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দশ বছর বয়সেই শিশুরা অনেক কিছু বুঝতে শিখে। লজ্জাশীলতার সৃষ্টিও এ বয়স থেকেই হতে থাকে। এছাড়াও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কিছুটা স্বাতন্ত্র দরকার। তাই তাদের শোয়া ও ঘুমানোর জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

রোযার পুরস্কার

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّإِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ قَامَ

www.pathagar.com

رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ–
(متفق عليه)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মজিজ্ঞাসার সাথে রমযানের রোযা রাখলো তার পূর্বকৃত সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হলো। আর যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মজিজ্ঞাসার সাথে রমযানের নামায (তারাবীহ) পড়লো তারও পূর্বকৃত সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হলো। (বুখারী-মুসলিম)।

ঈমান গ্রহণের পর যে কয়টি বিষয় বা কর্মসূচী মুসলমান হিসেবে গড়ে ওঠতে সাহায্য করে রোযা তার একটি। রোযা মানুষের কুপ্রবৃত্তিগুলোকে অবদমিত করে, সুপ্রবৃত্তিগুলোকে জাগ্রত ও শক্তিশালী করে এবং সব রকমের অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। তাই রোযার বিধান দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা রোযার মাসকে বিশেষ মর্যাদা দান করেন এবং এ মাসে বেশী করে অন্যান্য নেক আমল করতে উৎসাহিত করেছেন, যাতে রোযার সুফলগুলো আরো স্থায়ী ও দৃঢ় হতে পারে।

এ উদ্দেশ্যেই তারাবীহ নামাযের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

রোযার উদ্দেশ্য

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ – (متفق عليه)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোযা রেখে যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং অনুরূপ আমল ছাড়তে পারেনি। তার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ না করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী-মুসলিম)

www.pathagar.com

রোযা মানুষকে মিথ্যা কথা বলা ও অনুরূপ কাজ করা থেকে বিরত রাখে। কিন্তু কেউ রোযা রেখে এসব কাজ পরিত্যাগ করতে না পারলে রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। আল্লাহর কাছে এরূপ রোযার কোন মূল্য নেই।

হজ্জ মানুষকে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ করে

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفَثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ - (متفق عليه)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করলো, অশ্লীল কথা-বার্তা বললো না, বা গুনাহর কাজ করলো না সে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরলো। (বুখারী ও মুসলিম)

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের একটি। নামায ও রোযার মাধ্যমে মানুষ যেমন মুসলমান হিসেবে গড়ে ওঠে হজ্জের মাধ্যমেও সেই একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

হজ্জ পালনের সময় এমন কিছু কাজ করতে হয় যা ঈমানকে তাজা ও মজবুত করে। ফলে মানুষ আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্যের প্রতি বেশী আকর্ষণ বোধ করে। এভাবে সে গুনাহ থেকে বিরত থাকে এবং ফুলের মত নির্দোষ হয়ে যায়। কারণ তার পূর্বকৃত গোনাহসমূহও হজ্জের দ্বারা মাফ হয়ে যায়।

নেক কাজেও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা দরকার

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.pathagar.com

الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا .

(مسلم)

জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। তাঁর নামায ও খুতবা খুব দীর্ঘ হতো না। (মুসলিম)

অস্বাভাবিক কোন কিছুই স্থায়ী হয় না। কোন না কোন সময় মানুষ তার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে এবং বিরক্ত হয়ে যায়। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য ইসলামী ইবাদতের ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়ার কারণ হলো যেন কোন সময় এগুলো মানুষের জন্য বোঝা বলে মনে না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ নীতি অনুসরণ করেছেন। তাই তিনি নামায ও খুতবা এমন কি সব কাজ কর্মে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন।

অনুশীলনী

১। লোক দেখানো নামায রোযার ফলাফল কি?

২। নামায কিভাবে পাপ মোচন করে, উদাহরণসহ লিখ?

৩। জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৪। কত বৎসর বয়সে নামাযের নির্দেশ দিতে হয়?

৫। রোযার তাৎপর্য বর্ণনা কর।

৬। হজ্জের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৭। "সব কাজেই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হয়" এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা কর।

www.pathagar.com

স্বহস্তে উপার্জনের মর্যাদা

عَنْ مِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَأَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ –

(بخارى)

মিকদাদ ইবনে মা'দীকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিজের উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালামও নিজের পরিশ্রমের উপার্জিত খাবার খেতেন। (বুখারী)

এ হাদীসে মানুষকে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) উৎসাহ প্রদান করেছেন। দাউদ আলাহিস সালামসহ অন্যান্য নবী (আঃ) নিজের হাতে কাজ করে জীবিকার সংস্থান করতেন। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত জীবিকার ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষী বা গলগ্রহ না হওয়া।

সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর মর্যাদা

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ – (ترمذى)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সত্যনিষ্ঠ ও আমানতদার ব্যবসায়ী আখেরাতে নবী-সিদ্দীক এবং শহীদদের সংগে থাকবে। (তিরমিযী)

এ হাদীসে হালাল ব্যবসায়ীর মর্যাদা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে সম্মানজনকভাবে বাঁচার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

হাদীসটিতে পরোক্ষভাবে একথাই বলা হয়েছে যে, ন্যায়-নীতির সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করা নবী রাসূলদের পর্যায়ের কাজ। তাই ন্যায়-নীতিবান ব্যবসায়ীগণ আখেরাতে নবী রাসূল-সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকার সৌভাগ্য লাভ করবেন।

চাষাবাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلاَّ كَانَ بِهِ صَدَقَةً - (مسلم)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমান যদি ফসল ফলায় কিংবা ফলবান বৃক্ষ রোপন করে, আর কোন মানুষ, পশু কিংবা পাখী ঐ ফসল ও ফল খায় তা হলে তার জন্য তা সদকা হিসেবে গণ্য হয়। (মুসলিম)

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন বা জীবন-ব্যবস্থা। প্রত্যেক মুসলমান এই জীবন-ব্যবস্থা মেনে চলে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই সে চায় না। একজন মুসলমান যা করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যেই করে। তাই সে গাছ লাগালে কিংবা ফসল ফলালে তা থেকে যদি পশু পাখী খায় তা তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।

অনুশীলনী

১। "কোন খাদ্য সব চেয়ে উত্তম" হাদীসের আলোকে বুঝিয়ে বল।
২। কোন ধরনের বাণিজ্যে পরকালে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে?
৩। চাষাবাদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা কর।

www.pathagar.com

এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের হক

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ - (مسلم)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। (১) সাক্ষাত হলে সালাম দেবে (২) দাওয়াত দিলে গ্রহণ করবে অর্থাৎ ডাকে সাড়া দেবে (৩) পরামর্শ চাইলে পরামর্শ দেবে (৪) হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জবাব দেবে (৫) অসুস্থ হয়ে পড়লে দেখতে যাবে এবং (৬) মারা গেলে জানাজায় শরীক হবে। (মুসলিম)

উল্লেখিত অধিকারগুলো যথাযথভাবে আদায় করলে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে। এই সম্প্রীতি মুসলিম সমাজের প্রাণশক্তি।

শ্রমিকের অধিকার

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَّجَفَّ عِرْقُهُ - (ابن ماجه)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শ্রমিকের ঘাম শুকোবার আগেই তার মজুরী দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ)

www.pathagar.com

মানুষ তো প্রয়োজনের তাকিদেই অন্যের কাজ করে। সাথে সাথে মজুরী না পেলে তার জীবন যাত্রায় অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এদিকটি বিবেচনা করেই এ হাদসিটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাম শুকোবার পূর্বেই শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে

عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ الأَسْلَمِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَزُوْلُ قَدْمَا عَبْدٍ حَتّٰى يَسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهٖ فِيْمَا فَعَلَ وَعَنْ مَّالِهٖ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا أَنْفَقَهٗ وَعَنْ جِسْمِهٖ فِيْمَا أَبْلاَهُ - (ترمذى)

আবু বারযা আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন কোন মানুষকে এক পাও নড়তে দেয়া হবে না। (১) জীবন কাল কিভাবে ব্যয় করেছে (২) জ্ঞান দ্বারা কি কি কাজ করেছে (৩) সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছে (৪) কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছে (৫) শরীরকে কি কাজে লাগিয়েছে। (তিরমিযী)

মানুষ মহান আল্লাহর সেরা সৃষ্টি। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তবে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন আছে যার জবাব প্রত্যেক মানুষকেই দিতে হবে। জবাব সন্তোষজনক না হলে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর কথাই এ হাদীসে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

সাদামাটা জীবন যাপন

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيْمَانِ - (أَبُو دَاؤد)

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই সরল ও সাদামাটা জীবন যাপন ঈমানের অংগ। (আবু-দাউদ)

সাদাসিধে সরল জীবন যাপন করলে মানুষ অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করার প্রবণতা থেকে রক্ষা পেতে পারে। সাধ্যাতীত মাত্রায় জীবন যাত্রার মান উন্নত করলে মানুষ অবৈধ উপার্জনে বাধ্য হয়। তাই সাদামাটা জীবন যাপনকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে।

অনুশীলনী

১। মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকারগুলো কি কি? উল্লেখ কর।

২। শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে ইসলাম কি নির্দেশ দিয়েছে?

৩। "কিয়ামতের দিন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।" প্রশ্নগুলো কি কি? উল্লেখ কর।

৪। সাদামাটা জীবন সম্পর্কে ইসলাম কেন এত গুরুত্ব দিয়েছে?

www.pathagar.com

মাতা-পিতার মর্যাদা

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ : أُمُّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أُمُّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أُمُّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أَبُوْكَ - (متفق عليه)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো। হে আল্লাহর রাসূল কে আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার বেশী হকদার? তিনি বলেন, 'তোমার মা'। সে বলল তারপর কে? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে আবারও বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে আবারও বলল এরপর কে? তিনি বললেন 'তোমার পিতা'। (বুখারী-মুসলিম)

মহান আল্লাহর হক আদায়ের পরেই পিতা-মাতার হক আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার চেয়ে আপন জন আর কেউ হতে পারে না। এক্ষেত্রে আবার মায়ের হক পিতার হকের চেয়েও বেশী। এ হাদীসটিতে এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

সু-সন্তান সাদকায়ে জারিয়া

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُّنْتَفَعُ بِهٖ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ - (مسلم)

www.pathagar.com

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ মরে গেলে তিন ধরনের কাজ ছাড়া তার সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। (১) সাদকায়ে জারিয়া (২) জনহিতকর শিক্ষা (৩) সু-সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম)

মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন সে ভাল এবং মন্দ উভয় কাজ করতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পরে ভাল বা মন্দ কোন কাজ করাই মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যুর পর যদি কোন মানুষের নেক কাজে ঘাটতি দেখা যায় তা এ হাদীসে বর্ণিত কাজের ফলাফল দ্বারা পূরণ করা সম্ভব। কারণ এসব কাজের ফলাফল মৃত ব্যক্তির আমলনামায় জমা হতে পারে।

ছোটদের স্নেহ ও বড়দের শ্রদ্ধা করা

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا- (أبو داؤد ، ترمذى)

আমর ইবনে শুয়াইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ছোটদের আদর ও স্নেহ করে না এবং বড়দের মর্যাদা দেয় না, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ-তিরমিযী)

বড়দেরকে সম্মান করা ও ছোটদেরকে স্নেহ করা মহৎ গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত। এসব গুণ নষ্ট হয়ে গেলে মানব সমাজ নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার শিকার হয়। এ হাদীসের শিক্ষা হলো বড়দেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে এবং ছোটদেরকে স্নেহ করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রতিবেশীর মর্যাদা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ - (متفق عليه)

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরীল আলাইহিস সালাম সব সময় আমাকে এমনভাবে প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করার তাকীদ দিয়েছেন যে আমার ধারণা হয়েছিল তিনি অচিরেই প্রতিবেশীদেরকে পরস্পরের উত্তরাধীকারী করে দেবেন। (বুখারী-মুসলিম)

প্রতিবেশী ভাল হলে ভাল পরিবেশ বজায় থাকে। আর খারাপ হলে পরিবেশও খারাপ হয়ে যায়। এ হাদীসে নবী (সাঃ) প্রতিবেশীদের পারস্পরিক সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার তা তুলে ধরেছেন। সুখী পরিবেশ তৈরী করতে হলে এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার, প্রয়োজনে লেনদেন ও খোঁজ খবর নেয়া প্রয়োজন।

মেহমানদারী ঈমানের দাবী

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ - (متفق عليه)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতকে বিশ্বাস করে তার কর্তব্য মেহমানকে সম্মান করা। (বুখারী-মুসলিম)

মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, তাই বিভিন্ন মানুষের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব থাকবে। আর এ কারণেই কোন কোন সময় তাকে মেহমানদারী করতে হয়। এ হাদীসে মেজবানের কর্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে মানুষ উপকৃত হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর হয় এবং সামাজিক বন্ধন সুসংহত হয়।

মুসলমান ভাইয়ের জন্য পছন্দ অপছন্দের মাপকাঠি

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ - (متفق عليه)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ। কোন বান্দা মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা নিজের ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করবে। (বুখারী-মুসলিম)

মানুষ সব সময়ই নিজের জন্য ভাল চায়। তাই অপর ভাইয়ের জন্য অনুরূপ কামনা করা মহত্বের লক্ষণ। ইসলাম সব মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখার শিক্ষা দেয়।

পরোপকারে আল্লাহর সন্তুষ্টি

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهٖ - (متفق عليه)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে সাহায্য করে, আল্লাহও তাকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করেন। (বুখারী-মুসলিম)

মানুষ সামাজিক জীব। তাই তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক ভাই অপর ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসাটাই সুস্থ ও সঠিক কর্মপন্থা।

অনুশীলনী

১। মাতা-পিতার হক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন?

২। "মানুষের মৃত্যুর পর তিনটি কাজের ফলাফল চালু থাকে" কাজগুলো উল্লেখ কর।

৩। ছোটদেরকে স্নেহ ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখালে কি পরিণতি হয়? হাদীসের আলোকে বর্ণনা কর।

৪। প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে ইসলাম কি বলেছে?

৫। মেহমানদারী করলে কি লাভ হয়? হাদীসের আলোকে বুঝিয়ে বল।

৬। "পরোপকারে আল্লাহর সন্তুষ্টি" এ মর্মে লিখিত হাদীসটি মুখস্ত বল।

www.pathagar.com

عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الأَشْعَرِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - (متفق عليه)

আবু মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য প্রাচীর বা দেয়ালের মত। এর এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এ কথা বলার সময় তিনি এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। (বুখারী-মুসলিম)

এ হাদীসে ঐক্য ও সংহতির উপকারের দিক তুলে ধরা হয়েছে। দেয়াল বা প্রাচীরের এক অংশ যেমন অন্য অংশকে মজবুত হতে সাহায্য করে, তেমনি এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাহয্যকারী। তাদের পারস্পরিক সহযোগিতায় মজবুত ঐক্য গড়ে ওঠতে পারে যা সমাজ সংশোধনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

সংগঠন ও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ - (أبو داؤد)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনজন এক সাথে সফরে বের হলে

www.pathagar.com

একজনকে আমির বা নেতা মনোনীত করে নেয়া কর্তব্য। (আবু দাউদ)

নিয়ম শৃঙ্খলা ছাড়া কোনদিন শান্তি পাওয়া যায় না। এ শৃঙ্খলা আনতে হলে মানুষকে সংগঠিত হতে হয়। সংগঠনের সু-পরিচালনার জন্য একজন দায়িত্বশীল থাকা আবশ্যক। যিনি সব ব্যাপারেই পরামর্শ সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেবেন।

জামায়াতের অপরিহার্যতা

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - (مسلم)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে জামায়াত থেকে বের হয়ে গেল এবং এই অবস্থায় তার মৃত্যু হলো, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

নেতার আনুগত্য ও সাংগঠনিক জীবন যাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আনুগত্য ও সংগঠন না থাকলে মানুষের মাঝে অজ্ঞতা এসে যায়। এটা ঈমানের জন্য অত্যধিক ক্ষতিকর।

www.pathagar.com

সর্বোত্তম জিহাদ

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ الْحَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ - (ترمذى ، أبو داؤد ، نسائى)

আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জালেম ও অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। (তিরমীযী, আবু-দাউদ, নাসায়ী)

শাসক বা কর্তাব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ করবে, আর অন্যান্যরা তা নীরবে দেখবে, এটা কখনো মুসলিম সমাজে চলতে পারে না। বিশেষতঃ মুমিন ব্যক্তি যে কোন যুলুম দেখলে তা নিয়ম মাফিক প্রতিরোধ করবেন। এ ধরনের একদল সাহসী লোক তৈরি হলে সমাজে যুলুমের হার কমে যাবে।

জিহাদের অপরিহার্যতা

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يُغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسُهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ - (مسلم)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ সে কোনদিন জিহাদে অংশ গ্রহণ করেনি, কিংবা জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনাও করেনি, এ অবস্থায় তার মৃত্যু হবে মুনাফিকের মৃত্যু। (মুসলিম)

আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করা ফরয। সমাজে যেসব দ্বীন বিরোধী কাজ রয়েছে তা দূর করতে হলে প্রয়োজনে জিহাদের অবস্থা না থাকলেও জিহাদের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। তা না করলে মুনাফিকের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।

অনুশীলনী

১। একতার গুরুত্ব সম্পর্কে পেশকৃত হাদীসটি অর্থসহ বল।

২। ভ্রমণ অবস্থায় নেতা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দেয়?

৩। দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিণাম উল্লেখ কর।

৪। উত্তম জিহাদ বলতে কি বুঝায়?

৫। জিহাদ ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে এর পরিণতি কি হবে?

www.pathagar.com

অন্যায়ের প্রতিরোধ না করার পরিণতি

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِى وَيَقْدِرُوْنَ عَلٰى أَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلاَ يُغَيِّرُوْنَ إِلاَّ أَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَّمُوْتُوْا-(أبو داؤد)

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কোন জাতির কোন ব্যক্তি যখন গোনাহ করতে থাকে আর ঐ জাতির লোকে তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বন্ধ করে না, মৃত্যুর পূর্বেই সে জাতিকে আল্লাহ শাস্তি দিয়ে থাকেন। (আবু-দাউদ)

মানুষের দ্বারাই যেহেতু অন্যায় হয় তাই মানুষের এই সব অন্যায় কাজের ফলশ্রুতিতে অন্যায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে কোন সমাজে অন্যায়ের সূত্রপাত হলে কিছু সংখ্যক লোক যদি তাতে বাধা দেয় তা আর হতে পারে না। কিন্তু বাধা না দিলে তা ক্রমান্বয়ে ব্যাপক হয় এবং গোটা সমাজকে গ্রাস করে। এর ফলে একদিকে যেমন মানুষের দুর্ভোগ বাড়ে, তেমনি আল্লাহর আযাবও নেমে আসে। তখন কেউ রক্ষা পায় না।

www.pathagar.com

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ - (مسلم)

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ খারাপ কাজ হতে দেখলে তা শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা কর্তব্য। তা না পারলে কথা দিয়ে প্রতিহত করবে। আর এভাবেও না পারলে অন্তত মনে মনে প্রতিহত করার পরিকল্পনা করবে। আর এটা দুর্বলতম ঈমান। (মুসলিম)

সমাজের কোন খারাপ কাজ অনুষ্ঠিত হতে থাকলে কেউ যদি তা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে না আসে তা হলে আস্তে আস্তে তা গোটা সমাজকে গ্রাস করে ফেলে। এভাবে সমাজ অন্যায় ও অশান্তিতে ভরে ওঠে। এ অবস্থা সৃষ্টি যাতে না হয়, সে জন্য এ হাদীসে সর্বতোভাবে প্রতিরোধ সৃষ্টি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিশ্বাসঘাতক নেতা

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَا مِنْ وَالٍ يَلِيْ رَعِيَّةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - (متفق عليه)

www.pathagar.com

মাকাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের যাবতীয় ব্যাপারে দায়িত্ব লাভ করার পর তাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। (বুখারী-মুসলিম)

নেতৃত্ব লাভ একটা বিরাট গুরু দায়িত্বের ব্যাপার। কেউ এ দায়িত্ব লাভের পর যদি তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাহলে তা আল্লাহর কাছে বিরাট অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। আর এ কারণে তিনি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।

অনুশীলনী

১। অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করার ব্যাপারে নবী (সাঃ) কি বলেছেন, এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত হাদীসটি উল্লেখ কর।

২। কোন খারাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখলে তুমি কি ভূমিকা পালন করবে?

৩। বিশ্বাসঘাতক নেতার পরিণতি সম্পর্কে হাদীসে কি বলা হয়েছে?

www.pathagar.com

মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হালাল নয়

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ - (متفق عليه)

আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী এমন ভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা হালাল নয়, যে সাক্ষাত হলেও পরস্পরকে এড়িয়ে চলবে। আর এই দুই জনের মধ্যে যে প্রথমে সালাম দেবে সেই উত্তম। (বুখারী-মুসলিম)

রাগ বা অভিমান করা ভাল কাজ নয়। কোন ভুল বুঝাবুঝি খোলা মন নিয়ে বসে সংশোধন করার জন্যে এ হাদীসে তাকিদ দেয়া হয়েছে। আর সম্পর্ক ভাল করার জন্যে যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে সেই ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তম।

মজুদদারী নিষিদ্ধ

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ- (سنن ابن ماجه)

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদ করে রাখে না সে আল্লাহর রহমতের হকদার। আর যে তা মজুদ ও গুদামজাত করে রাখে সে লা'নত প্রাপ্ত। (সুনানে ইবনে মাজা)

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুদামজাত করলে স্বাভাবিকভাবেই বাজারে তার সরবরাহ কমে যায়। আর সরবরাহ কমে গেলে মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে তা অনেক সময় দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। এভাবে মানুষের দুঃখ দুর্দশা বাড়ে এবং সমাজে অশান্তি, অস্থিরতা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। ইসলাম চায় মানুষের সব রকম কল্যাণ। তাই সব উপায়ে ইসলাম মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার চিন্তা করে। এ জন্য এ হাদীসে গুদামজাত করার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে।

জবর দখলের শাস্তি

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّمَا يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ - (متفق عليه)

সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো সামান্য পরিমান জমিও দখল করে নেয়, কিয়ামতের দিন সাত তবক জমীন তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী-মুসলিম)

অবৈধ ভাবে সম্পদ হস্তগত করার কারণে পৃথিবীতে অনেক ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হয়। আবার এভাবে কিছু লোক প্রয়োজনের অধিক সম্পদের অধিকারী হয় এবং কিছু লোক বঞ্চিত হয়ে কষ্ট ভোগ করে। ইসলাম এ

www.pathagar.com

অবস্থা স্বীকার করে না। এজন্যই হাদীসটিতে ভূমি জবর দখলের পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

সুদের ভয়াবহতা

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبِهٖ- (متفق عليه)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ খোর, সুদ দাতা, সুদী কারবারে সাক্ষী এবং সুদ চুক্তি লেখককে অভিশাপ দিয়েছেন। (বুখারী-মুসলিম)

অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করার একপন্থা হলো শোষণ। সুদ শোষনের বড় হাতিয়ার। তাই সুদের লেনদেন মারাত্মক অপরাধ। এজন্য রাসূল (সাঃ) সুদ দাতা গ্রহীতা ও সাক্ষ্যদাতা সহ সকল সহযোগিতাকারীকে অভিশাপ দিয়েছেন।

ঘুষের পরিণতি

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ - (متفق عليه)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘুষখোর এবং ঘুষদাতার উপর আল্লাহর লা'নত। (বুখারী-মুসলিম)

www.pathagar.com

ঘুষ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়, সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট করে, প্রকৃত হকদারকে হক থেকে বঞ্চিত করে এবং এ ধরনের আরো অনেক ফিতনা ফাসাদের দরজা খুলে দেয়। তাই ঘুষ দান ও গ্রহণ এত বড় অপরাধ।

সম্মুখে প্রশংসার নিন্দা

عَنْ مِقْدَادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ - (مسلم)

মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সম্মুখে প্রশংসা করে এমন কোন লোক দেখলে তোমারা তার মুখের উপর মাটি নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম)

সামনা সামনি প্রশংসা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে অহংকার আসতে পারে। অহংকার মানুষের পতন ঘটায়। অহংকারকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। কুরআন হাদীসে অহংকার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

সামনা সামনি প্রশংসা যেহেতু অহংকার সৃষ্টি করে, তাই এ হাদীসে সম্মুখ প্রশংসাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

পরনিন্দাকারী জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ - (متفق عليه)

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরনিন্দাকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী-মুসলিম)

www.pathagar.com

কারো নিন্দা চর্চা করা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। এর দ্বারা সামাজিক পরিবেশ খারাপ হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষুন্ন হয় এবং অশান্তি সৃষ্টি হয়।

হিংসার কুফল

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ - (أبو داؤد)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাকবে। কেননা হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেলে যেভাবে আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলে। (আবু দাউদ)

হিংসা বিদ্বেষ মারাত্মক মনোবৃত্তি। কারো কোন ভাল দেখলে তা ধ্বংসের মানসিকতা পোষণ হলো হিংসা। এটা মানব চরিত্র ও ঈমান আকীদার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই হিংসা থেকে দূরে থাকাই এ হাদীসের মূল বক্তব্য।

দোষ গোপন রাখা

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (مسلم)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে অন্য কারো দোষ ক্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ক্রুটি গোপন রাখবেন। (মুসলিম)

www.pathagar.com

কারো মাঝে কোন দোষ দেখলে তা গোপনে সংশোধন করার ব্যবস্থাই উত্তম। কিন্তু লোক সমাজে প্রকাশ করে ঐ ব্যক্তিকে হেয় করলে তা খুবই আপত্তিকর। প্রথম কাজটি সম্পর্কের উন্নতি ঘটায় এবং দ্বিতীয় কাজটি অবনতি ঘটায়।

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ -

(بخارى)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারে সেই শক্তিশালী নয়। ক্রোধের সময় যে নিজেকে সংবরণ করতে পারে সেই প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী। (বুখারী)

কোন কিছুতে হঠাৎ রেগে যাওয়া উচিত নয়। বরং ক্রোধ সংবরণ করে ধৈর্য সহকারে তার মোকাবেলা প্রয়োজন। এটা মল্লযুদ্ধে জয়লাভ করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। ক্রোধ সংবরণ করতে না পারলে যে কোন খারাপ পরিণতি ঘটতে পারে।

মুনাফিকের পরিচয়

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ -

(متفق عليه)

www.pathagar.com

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের আলামত (চিহ্ন) তিনটি (১) সে কথা বললে মিথ্যা বলে (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে। (বুখারী-মুসলিম)

মুনাফেকী একটা জঘন্য কাজ। হাদীসে উল্লেখিত কাজগুলো মুনাফেকীর পরিচায়ক।

অনুশীলনী

১। দুই ভাইয়ের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি হলে কি করতে হবে?

২। মজুদদারীর ভয়াবহতা আলোচনা কর।

৩। জবর দখলকারীর কি শাস্তি হবে?

৪। সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য উল্লেখ কর।

৫। ঘুষের ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য উল্লেখ কর।

৬। সামনা সামনি প্রশংসা করলে কি অসুবিধা হয়, উল্লেখ কর।

৭। পরনিন্দা ও হিংসার কুফল আলোচনা কর।

৮। একে অপরের দোষ গোপন করলে কি লাভ হয়?

৯। "ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ" এর উপকারিতা বর্ণনা কর।

১০। মুনাফিকের আলামতগুলো বল।

www.pathagar.com